বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৯ - ২০১০

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৯ - ২০১০

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (১০ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।
ফোনঃ চেয়ারম্যান-৮৩১৪৫৪২
যোগাযোগ ঃ ৯৩৩৫৯৯৩, ৯৩৩৫৯৯৪, ৯৩৩৬৪৪৭, ৯৩৩৫৯৩৫
ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৬৮৫
ওয়েব পোর্টালঃ http://www.bdtariffcom.org
ই-মেইলঃ btariff@intechworld.net

মুখবন্ধ

১৯৯২ সালের ৬ নভেম্বরে জারীকৃত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর শর্ত মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই এক নির্বাহী আদেশে স্থাপিত অন্যতম সরকারী দপ্তর ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইনের ১৮(১) উপ-ধারার শর্ত অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক। দেশীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের নিরিখে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান, স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, শিল্প সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এবং ডাম্পিং ও অন্যান্য অসাধু পন্থায় বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয় যেন দেশীয় শিল্প বিকাশের পথকে রুদ্ধ করতে না পারে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য অনৈতিক বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কমিশন বিগত বছরে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করেছে। সম্পাদিত এ-সব কার্যাবলী এবং আগামী বছরে সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর বিবরণী, কমিশনের সমস্যাবলী ও এর সম্ভাব্য সমাধান এ প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনে সরকার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন বণিক সমিতি, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণের সহযোগিতা ও সমর্থন এ সংস্থার একান্ত প্রয়োজন। আশা করা যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শিল্পে অগ্রযাত্রা এবং আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নকে অধিক গতিশীল করার জন্য অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ড. মোঃ মজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ

০১. ভূমিকা ঃ

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ঃ

Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পকে যথাযথ সংরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি নির্বাহী আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে ''ট্যারিফ কমিশন'' কাজ করে আসছিল। পরবর্তীতে, ৬ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে জারীকৃত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) মোতাবেক ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে ''বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন থেকে একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন এর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

১.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

১৯৯২ সালে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর এর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক কমিশনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। এ কাঠামো অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, কমিশনে ৪ (চার) জন যুগ্ম প্রধান, ১(এক) জন সচিব ও বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩৯ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ৪৩ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৩৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনের শর্ত অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকেন। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনের অনুমোদিত জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও বেতনক্রম পরবর্তী পৃষ্ঠা-২ তে সারণী-১ এ দেয়া হলো ঃ

সারণী-১ ঃ কমিশনের অনুমোদিত জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও বেতনক্রম ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল (টাকায়) জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ (০১.০৭.২০০৯ থেকে কার্যকর)
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)	টাঃ ৪০,০০০/- (নির্ধারিত)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত / যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)	টাঃ ৩৫,৫০০-১২০০ X ৫-৩৯৫০০ / ২৯,০০০-৩৫৬০০
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)	টাঃ ২৯,০০০-১১০০ X ৬-৩৫৬০০
০৪।	সচিব	১ (এক)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)	টাঃ ২২,২৫০-৯০০ X ১০-৩১২৫০
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)	টাঃ ১৮,৫০০-৮০০ X ১৪-২৯৭০০
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১৩।	পাবলিক রিলেশনস এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)	টাঃ ১১,০০০-৪৯০ X ৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০ X ১১-২০৩৭০
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)	টাঃ ৫৯০০-৩৮০ X ৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫ X ১১-১৩১২৫
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)	টাঃ ৫৫০০-৩৪৫ X ৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০ X ১১-১২০৯৫
১৬।	সাঁট-লিপিকার	৫ (পাঁচ)	টাঃ ৫৫০০-৩৪৫ X ৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০ X ১১-১২০৯৫
১৭।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	টাঃ ৫২০০-৩২০ X ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ X ১১-১১২৩৫
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)	টাঃ ৫২০০-৩২০ X ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ X ১১-১১২৩৫
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ X ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ X ১১-১১২৩৫
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ X ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ X ১১-১১২৩৫
২১।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)	টাঃ ৫২০০-৩২০ X ৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫ X ১১-১১২৩৫
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ X ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ X ১১-৯৭৪৫
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ X ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ X ১১-৯৭৪৫
২৪।	এলডিএ কাম টাইপিষ্ট	৯ (নয়)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ X ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ X ১১-৯৭৪৫
২৫।	মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ X ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ X ১১-৯৭৪৫
২৬।	গাড়ীচালক	৮ (আট)	টাঃ ৪৭০০-২৬৫ X ৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০ X ১১-৯৭৪৫
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)	টাঃ ৪৪০০-২২০ X ৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০ X ১১-৮৫৮০
২৮।	দারোয়ান	২ (দুই)	টাঃ ৪১০০-১৯০ X ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ X ১১-৭৭৪০
২৯।	এম.এল.এস.এস	২৬ (ছাব্বিশ)	টাঃ ৪১০০-১৯০ X ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ X ১১-৭৭৪০
৩০।	নৈশ প্রহরী	২ (দুই)	টাঃ ৪১০০-১৯০ X ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ X ১১-৭৭৪০
৩১।	ঝাড়ুদার/ফরাস	২ (দুই)	টাঃ ৪১০০-১৯০ X ৭-৫৪৩০-ইবি-২১০ X ১১-৭৭৪০
মোট-১১৫			

১.৩ কমিশনে কর্মরত লোকবল ও শূন্যপদ ঃ

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কমিশনের ১ম শ্রেণীর ৩৯টি পদের বিপরীতে ২৩ জন কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন। উক্ত অর্থবছরে কমিশনের কর্মরত লোকবল এবং শূন্য পদ নিম্নের সারণি-২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-২ ঃ মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত এবং শূন্য পদের সংখ্যা

লোকবলের স্তর	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত লোকবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৯	১০
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৪	৯
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২২	১১
মোট	**১১৫**	**৮৫**	**৩০**

০২. কমিশনের কার্যাবলী ও বিভাগওয়ারী কর্মবণ্টন ঃ

২.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলীঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে ঃ-

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশীয় পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন;

(ঙ) আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন; এবং

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

উপর্যুক্ত কার্যাবলীসমূহ সম্পাদনে এর উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে এবং এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে কমিশন বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এ সকল কার্যাবলী সম্পাদনে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে।

২.২ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রক্রিয়া ঃ

২.২.১ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় যুক্তিযুক্ত শুল্ক কাঠামো বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে থাকে। সাধারণতঃ প্রাথমিক কাঁচামালের জন্য নিম্নতম শুল্কহার, মাধ্যমিক পণ্য সামগ্রীর জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথচ অভিন্ন শুল্কহার এবং সকল সম্পূর্ণায়িত পণ্যের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পণ্যে আরোপিত শুল্কহারের চেয়ে বেশী শুল্কহার আরোপের সূত্রাবলী কমিশন কর্তৃক অনুসরণ করা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে দেশজ শিল্পের বিকাশ ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সাদৃশ্যমূলক স্বতন্ত্র শুল্কহার প্রয়োগ ও শুল্কমুক্তকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যাদির উপর বিরাজমান শুল্ক/কর হার পুনর্বিন্যাস/পুনঃবিবেচনা করে যৌক্তিকভাবে শুল্ক হার পরিবর্তনের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করে। এ সুপারিশ প্রণয়নকালে দেশজ শিল্পের স্বার্থ, সরকারের গৃহীত নীতিমালা, আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, ভোক্তাদের স্বার্থ, পণ্যসমূহের চাহিদা ও সরবরাহ, দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে বিদ্যমান শুল্ক/কর কাঠামো ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। এদের মধ্যে স্থানীয় শিল্পের প্রাথমিক বা মধ্যবর্তী কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথচ দেশে উৎপন্ন হয় না এমন কাঁচামালের ক্ষেত্রে নিম্নতম শুল্কহার সুপারিশ করা হয়। অনুরূপভাবে, যেসব পণ্যের চাহিদা স্থানীয়ভাবে মেটানো সম্ভব অর্থাৎ স্থানীয় শিল্প পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন করে থাকে, সেসব পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উচ্চ শুল্কহার আরোপের সুপারিশ করা হয়। অধিকন্তু, দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদনশীলতা ও প্রাসংগিক তথ্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে সহায়তার মাত্রা নির্ণয় করা হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য বা সহায়তাপ্রাপ্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত হওয়ার কারণে যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে একদিকে অধিকতর স্থানীয় মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দিবে বলে প্রতীয়মান হয়, সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়।

২.২.২ শিল্প সম্পদ উৎপাদন প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য উদারীকরণের যৌক্তিকতা বিবেচনায় রেখে শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এ

উদ্দেশ্যে দেশজ শিল্পকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান, বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির গঠনমূলক দিকসমূহের আলোকে কমিশন প্রতি বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ করে থাকে ঃ

(ক) নীতিগতভাবে ধর্ম, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত কারণ ব্যতীত সাধারণভাবে আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় স্পর্শকাতর আমদানি পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা ;

(খ) রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রাথমিক কাঁচামাল ও মাধ্যমিক উপকরণের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক মওকুফ ; এবং

(গ) দেশে অনুৎপাদিত সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি, বিশেষত রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক রহিতকরণের সুপারিশ করা হয় ।

২.২.৩ শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও সমকালীন বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির আলোকে অধিকাংশ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা কঠিন । তাছাড়া, এরূপ নিষেধাজ্ঞা-আরোপিত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার বা ভোগের ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার খর্ব হয় যা দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধিকে অনুৎসাহিত করে । তাই ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত বা নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুসরণীয় আমদানি নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানি নিষেধাজ্ঞা বিলোপের নীতি কমিশনও সমর্থন করে । এমতাবস্থায়, কমিশন সাধারণভাবে দেশীয় উৎপাদনের অনুকূলে ৩০%-৫০% কার্যকর সহায়তা দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে । তবে, কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার ৫০% এর বেশী হলে তা সংশ্লিষ্ট শিল্পকে উৎপাদনকে অনিপুণ ও প্রযুক্তিকে উন্নয়নবিমুখ করে এবং যা ভোক্তা ও ব্যবহারকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি- বলে কমিশন মনে করে । সুতরাং কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে কমিশন শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে ।

২.২.৪ দেশীয় পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন ঃ

তত্ত্বগত দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যোগানের উপর কোন দেশের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকলে কেবলমাত্র সেই পণ্যের উপর রপ্তানি কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হয় । অন্যথায়, কোনরূপ করারোপ করা হলে রপ্তানি আয় হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বাংলাদেশের এমন কোন রপ্তানিযোগ্য পণ্য নেই যার আন্তর্জাতিক বাজারের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । সুতরাং বাংলাদেশের কোন রপ্তানি পণ্যের উপর কর আরোপ করা যুক্তিসংগত হবে না বলে ট্যারিফ কমিশন মনে করে । অন্যদিকে রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর হ্রাস বা ক্ষেত্র বিশেষে মওকুফ করা উচিত বলে ট্যারিফ কমিশন

মনে করে। এ নীতির উদ্দেশ্য হল রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে এবং রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাবে। এ নীতি অনুসরণ করলে হয়তো স্বল্প মেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় কিছু হ্রাস পাবে। কিন্তু মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং এর ফলে আয়করসহ অন্যান্য কর বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং আশা করা যায় যে, আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে সাধারণভাবে সকল শিল্প খাতে বিশেষতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এ নীতি অনুসরণের ফলে হয়ত রাজস্ব প্রাপ্তি সাময়িকভাবে হ্রাস পাবে, কিন্তু শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এরূপ সাময়িক হ্রাস সময়ের ব্যাপ্তিতে অধিকতর রাজস্ব প্রাপ্তি ঘটাবে। অপরদিকে এ সব মূলধনী পণ্যসামগ্রীর আমদানির উপর শুল্ক প্রত্যাহার করা না হলে শিল্পায়ন ব্যাহত হবে। ফলে সামগ্রিক রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা মন্থর হতে পারে। এসকল কারণে আমদানিকৃত সকল মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্কহার ০% এ ধার্য করার জন্য সরকারের নিকট ট্যারিফ কমিশন সুপারিশ করে। অবশ্য কমিশনের বিবেচনায় দেশীয় সমকালীন/সম্ভাব্য মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত মূলধনী দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে প্রান্তিক হারে শুল্ক আরোপ/অব্যাহত রাখার ধারা অনুসরণীয়।

২.২.৫ আঞ্চলিক দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন ঃ

(ক) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি ঃ

আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশ সাপটা, আপটা, বিমসটেক, ডি-৮ ও টিপিএস-ওআইসি-এর সদস্য। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বিনিয়োগ বান্ধব সম্পর্ক গড়ে তোলা, রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও মানবসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন যথোপযুক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

(খ) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ঃ

কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুবিধা চাওয়া যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করে থাকে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

(গ) বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ঃ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সংস্থার বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় এই দেশসমূহের একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যসমূহ পূরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে।

২.২.৬ ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ

(ক) এন্টি-ডাম্পিং ঃ

Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E এর Sub-Section (6)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

(খ) কাউন্টারভেইলিং ঃ

Customs Act, 1969 (IV of 1969) (এর) Section 18A-(এর) Sub-section (7) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ই এপ্রিল ১৯৯৭ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

(গ) সেইফগার্ড ঃ

Customs Act, 1969 (IV of 1969) (এর) Section 18E-(এর) Sub-section (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

২.৩ বিভাগওয়ারী কর্মবন্টন ঃ

কমিশনের কাজকে সুষ্ঠু, গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্নের নিমিত্ত প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বকে সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) বাণিজ্য নীতি বিভাগ ঃ

১) শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ (Industrial Assistance Analysis) ;
২) শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা (Sectoral Study and Survey) ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং
৩) বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (Trade Policy Modeling & Data Management) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ঃ

১) এন্টি-ডাম্পিং (Antidumping);
২) কাউন্টারভেইলিং (Countervailing);
৩) সেইফগার্ড মেজার্স (Safeguard Measures);
৪) স্যানিটারী এন্ড ফাইটোস্যানিটারী মেজার্স (SPS) এবং
৫) টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস্ টু ট্রেড (TBT) সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

(গ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ ঃ

১) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
২) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত (SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, APTA, D-8, TPS-OIC, GSTP) বিষয়াদি;

৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদি: GATT & Other issues; TRIPS, TRIMs, Dispute Settlement, Regional Integration, Trade Policy Review Mechanism (TPRM), GATS ইত্যাদি ও

৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি: UNCTAD, UNDP, ITC, G-77 ইত্যাদি

উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে বিভাগসমূহের কর্মধারা নিম্নরূপ ঃ

(ক) বাণিজ্য নীতি বিভাগ (Trade Policy Division)ঃ

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে শুল্কের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। এতে কোন কোন শিল্পের উপর প্রদত্ত সহায়তার হার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে শুল্ক হার হ্রাস করা হলে সরকার কর্তৃক উক্ত পণ্যকে প্রদত্ত সহায়তা হ্রাস পায়। আবার আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্কহার বৃদ্ধি করার ফলেও প্রদত্ত সহায়তা হ্রাস পায়। এ হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার বিশ্লেষণ করা হয়। এ বিশ্লেষণের জন্য তাদের কাছ থেকে উৎপাদন খরচসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (**ERP**), নমিনাল রেইট অব প্রটেকশন (**NRP**), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (**DRC**) নির্ণয় করা হয়। এ সকল নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করে সুপারিশমালাসহ বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় যা পরবর্তীতে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট পণ্যের দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা, চাহিদার পরিমাণ এবং চাহিদার গুরুত্বের বিষয়টিও প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন পণ্য আন্ডার-ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানি করা হলে তার উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। কমিশন স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন সাব-সেক্টরের উপর প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হাতে নিতে পারে। উপরন্তু, কমিশনে বিভিন্ন প্রকার পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

(খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ (Trade Remedies Division)ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ অসঙ্গত বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত। যদি কোন বিদেশী পণ্য এর স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তবে তা ডাম্পিং হিসেবে বিবেচ্য। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক এবং অসঙ্গত বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত। এরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা যেতে পারে। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যকে দেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। সঙ্গত বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং কার্যক্রম

গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি যদি এমন পরিমাণ হয় যে তা স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হতে পারে তখন সেইফগার্ড কার্যক্রম নেয়া হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ এন্টি-ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারী স্থানীয় শিল্পের আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ধরনের আবেদনের শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। তাছাড়া, অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে অসঙ্গত বাণিজ্য চর্চার (unfair trade) সত্যতা যাচাইর জন্য তদন্ত করা, স্থানীয় শিল্প প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি-না তা প্রতিষ্ঠা করা, এ ধরনের অসঙ্গত বাণিজ্য চর্চা এবং ক্ষতির মধ্যে কোন সম্পর্ক (causal link) রয়েছে কি-না তা নির্ধারণ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (SPS) কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (TBT) সম্পর্কিত চুক্তিসংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড চুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে সরকারের যে সব মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যুগপৎভাবে সংশ্লিষ্ট আছে তাদেরকেও উক্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে। যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে তা উল্লেখপূর্বক উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে।

(গ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ (International Cooperation Division) ঃ

আধুনিক বিশ্বে মুদ্রাবাজার অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়া স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অব্যাহতভাবে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বাণিজ্যিক ও সামাজিক উন্নয়নসাধন এককভাবে দুঃসাধ্য বিধায় প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার স্বার্থে এবং দেশকে উত্তরোত্তর সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে সরকার দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন বহুমুখীকরণ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনসহ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে। সরকারের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে

অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার লক্ষ্যে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ সরকারের চাহিদা অনুযায়ী সমীক্ষা, গবেষণা, তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী কাজে নিয়োজিত আছে।

০৩. কমিশনের সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ

৩.১ বাণিজ্য নীতি বিভাগ (Trade Policy Division) ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতিপয় অর্থনৈতিক নির্দেশক যেমন: **NRP** ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ইআরপি), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (ডিআরসি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনাণির আয়োজনও করে থাকে।

৩.২ ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছিল:

৩.২.১ অপরিশোধিত চিনি (এইচ.এস কোড ১৭০১.১১.০০ এবং ১৭০১.১২.০০) এবং পরিশোধিত চিনি (এইচ.এস কোড ১৭০১.৯১.০০ এবং ১৭০১.৯৯.০০)'র উপর শুল্ক আরোপ ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অপরিশোধিত চিনি এবং পরিশোধিত চিনির উপর শুল্ক আরোপের বিষয়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে চিনির উপর শুল্ক (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত, crude and refined sugar) আরোপের বিষয়টি পরীক্ষা করতে বলেন। মাননীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের আলোকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অভিমত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

যৌক্তিকতাঃ

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনি আমদানির উপর ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে একই শুল্ক হার অর্থাৎ প্রতি টন অপরিশোধিত চিনি ৪০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত চিনি প্রতি টন ৭০০০/- টাকা ছিল। তবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শুধুমাত্র এডভান্সড ট্রেড ভ্যাট ১.৫% থেকে

২.২৫% এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু ১৫ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রজ্ঞাপনের (এসআরও নং ২০৬-আইন/২০০৯/২২৬৩/শুল্ক) মাধ্যমে ২০/০৮/২০০৯ তারিখে অপরিশোধিত চিনির উপর আরোপিত শুল্ক হার প্রত্যাহার ও পরিশোধিত চিনির উপর শুল্ক হার প্রতি টনে ৩০০০/- টাকায় হ্রাস করে। উল্লেখ্য, অপরিশোধিত চিনির উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাস করার পরও সাধারণ জনগণ সে সুফল পাননি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্রে উল্লেখ করা হয়। উৎপাদনকারীরা আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত চিনির মূল্য বৃদ্ধিকে এর জন্য দায়ী করে।

বর্তমানে দেশে ১৩ লক্ষ টন চিনির চাহিদা রয়েছে। আরো দেখা যায় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীনে পরিচালিত ১৪টি মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.২৫ লক্ষ টন। অপরদিকে বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশে ছয়টি রিফাইনারীর বছরে মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ২৩.৬৮ লক্ষ টন। সুতরাং দেখা যায় যে, বর্তমানে স্থাপিত চিনি কল ও রিফাইনারীসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও রপ্তানি করতে সক্ষম। যদিও বর্তমানে চিনি রপ্তানির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অপরিশোধিত থেকে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যালু এডিশন হচ্ছে প্রায় ২০%। তাছাড়া পরিশোধিত চিনি আমদানির পরিবর্তে অপরিশোধিত চিনি আমদানি করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কম হবে। অন্যদিকে, চিনি রিফাইনারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে কর্ম সংস্থান কিছুটা হলেও বেড়েছে। কমিশন কর্তৃক পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, রিফাইনারীগুলোতে চিনি অবিক্রিত রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, রিফাইনারীগুলো চিনির মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রেখে দেশের চাহিদা পূরণ করার পর বিপুল পরিমান চিনি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম। তাছাড়া, এ রিফাইনারীগুলোতে প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়েছে। এদেরকে সহায়তা প্রদান করা হলে ব্যাংক থেকে উত্তোলিত ঋণ বাবদ যে অর্থ বিনিয়োগকারীগণ নিয়েছেন, তা পরিশোধ করতে তারা সক্ষম হবেন। সুতরাং রিফাইনারীগুলো জাতীয় মূলধন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সহায়তার পরিমান হবে পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত চিনির উপর আরোপিত শুল্কের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার সম-পরিমান। এর ফলে চিনি রিফাইনারীগুলো উৎপাদন ক্ষমতা পুরাপুরি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এবং এতে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। এ শিল্পের সংরক্ষণের মাত্রা, উৎপাদন খরচ, ভ্যালু এডিশন, আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনির মূল্য ইত্যাদি পর্যালোচনা করে এ পার্থক্যের পরিমান ৪০০০/- টাকা হওয়া যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

সুপারিশ ঃ

দেশের চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রনয়ণ করে :

(১) পরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি টন ৬০০০/- টাকা Specific Duty আরোপ করা যেতে পারে

(২) অপরিশোধিত চিনির আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি টন ২০০০/-টাকা Specific Duty আরোপ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

পরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি টন ২০০০ টাকা Specific duty আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু অপরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি টন ০.০০ টাকা Specific duty আরোপ অর্থাৎ কোন ধরণের Specific duty আরোপিত হয়নি। সুতরাং সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.২.২ লবণ আমদানির উপর ট্যারিফ/ নন-ট্যারিফ ডিউটি আরোপ ঃ

বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট 'লবণ আমদানির উপর ট্যারিফ/নন ট্যারিফ ডিউটি আরোপ বন্ধ রেখে আমদানি ডিউটি কমানো ও সাপ্লিমেন্টারী ডিউটি প্রত্যাহারের নিমিত্ত আবেদন করেছে। অপরদিকে দেশীয় লবণ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত ''লবণ আমদানীর ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারী ডিউটি আরোপসহ অন্যান্য যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করে।

যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশে 'দু' ভাবে অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত লবণ পরিশোধন করে এবং আমদানিকৃত বোল্ডার লবন Crushing- এর মাধ্যমে পরিশোধিত লবণ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ এবং বাংলাদেশী লবণের মূল্য আমদানিকৃত লবণের মূল্যের অধিক। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে ভারত ও মায়ানমার থেকে লবণ অবৈধভাবে আমদানি হয়। বর্তমান অর্থবছরে লবণের উপর আরোপিত মোট শুল্ক হার হচ্ছে ৩৪.৭০% এবং Salt Boulder for crushing এর উপর আরোপিত মোট শুল্ক হার হচ্ছে ৮৬.৪৪%। লবণের চাহিদার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য পরিমানে লবণ আমাদের দেশে আমদানি হয় না। বাংলাদেশে উৎপাদিত লবনের প্রায় ৪০% ব্যবহৃত হয় শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে, ৫০% ভোজ্য লবন এবং বাকী ১০% পশু খাদ্যসহ অন্যান্য খাতে।

বাংলাদেশ লবন মিল মালিক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে, দেশে লবনের চাহিদা হচ্ছে সর্বমোট ২০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। অপরদিকে, বিসিকের মতে বর্তমানে লবণের চাহিদা হচ্ছে ১৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বিসিক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এটাও দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে লবনের চাহিদা ছিল ১২.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে লবণের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১৩.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে লবন আমদানির পরিমান খুবই কম বিধায় লবণের উপর শুল্ক আরোপ করা হলে যে সকল দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান লবণকে 'উপকরণ' হিসেবে ব্যবহার করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে বিসিক জানিয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত লবণের মান উন্নতকরণের সাথে সাথে মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে না আনলে শুধু শুল্ক আরোপের মাধ্যমে দেশীয় লবন শিল্প রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শুল্কের হার কম থাকা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য পরিমান লবন আমদানি হয়নি বিধায় শুল্ক আরোপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি-না, তা-ও বিবেচনার দাবী

রাখে। লবণের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে ভোক্তারা উন্নতমানের লবণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। সুতরাং লবণের উপর শুল্ক আরোপ করা যৌক্তিক নয় বলেই কমিশন মনে করে।

সুপারিশঃ

বর্তমান আমদানি নীতিতে পরিশোধিত লবণ আমদানি নিষিদ্ধ আছে। তবে লবণ চাষীদের সহায়তা করা এবং বোল্ডার লবণের আমদানির উপর শুল্ক সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশসহ একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন পরবর্তীতে প্রণয়ন করা হবে। এ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে এই খাতে শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরে সাধারণ লবণ এর উপর ১২%, বোল্ডার লবণ এর উপর ২৫% এবং শিল্প লবণ এর উপর ১২% শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাছাড়া এইচ.এস.কোড ২৫০১.০০.২২, ২৫০১.০০.২৩ এবং ২৫০১.০০.২৯ কে একীভূত করে এইচ.এস.কোড ২৫০১.০০.২০ করা হয়েছে। সুতরাং, সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.২.৩ পণ্যের বর্ণনায় ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (ফুড গ্রেড) সংযোজন এবং এর বিপরীতে নতুন এইচ.এস.কোড অন্তর্ভুক্তিকরণ ও আমদানিতে ৬০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ ঃ

মেসার্স রহমান কেমিক্যালস লিমিটেড পণ্যের বর্ণনায় ডেক্সট্রোজ মনোহাইডেট (ফুড গ্রেড) সংযোজন এবং এর বিপরীতে নতুন এইচ.এস.কোড অন্তর্ভূক্তিকরণ ও এর আমদানিতে ৬০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের জন্য কমিশনে আবেদন করে।

যৌক্তিকতা ঃ

বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট 'পাইরোজেন ফ্রি' ঔষধ শিল্পের ইনজেকটেবল স্যালাইনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রহমান কেমিক্যালস কর্তৃক উৎপাদিত ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট 'পাইরোজেন ফ্রি নয়' বিধায় এটি ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয় না। এটি একটি ফুড ড্রিংকস। কিন্তু এ দুটি পণ্য একই এইচ.এস.কোড ভুক্ত। তাই পণ্যের বর্ণনা পরিবর্তন করে নতুন এইচ.এস.কোড সংযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, 'পাইরোজেন ফ্রি' ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট ও 'পাইরোজেনযুক্ত' ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট - একই এইচ.এস.কোড ভুক্ত বিধায় এর উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না হওয়াতে এর আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। তাই এর উপর ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপের বিষয়ে কমিশন মতামত পোষণ করে। বর্তমানে, ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট এর প্রধান কাঁচামাল কাসাভার উপর সর্বোচ্চ শুল্ক রয়েছে। কিন্তু এটি দেশে আমদানি হয় না। যেহেতু কাসাভা আমদানি হয় না সেহেতু এর উপর সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপ যুক্তি সংগত নয় বলে

কমিশন মনে করে এবং কাসাভা থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যে 'ষ্টার্চ' তৈরি করা হয়, তার আমদানি শুল্কও হ্রাস করার বিষয়ে সুপারিশের জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সুপারিশ ঃ

(১) পণ্যের বর্ণনায় Dextrose monohydrate/Glucose (Food grade/Non-pharmacopoeial grade সংযোজন পূর্বক এর বিপরীতে নতুন এইচ.এস.কোড অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ;

(২) ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (ফুড গ্রেড) আমদানিতে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে ;

(৩) কাসাভা/স্টার্চ আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ

২০০৯-১০ অর্থ বছরে পণ্যের বর্ণনায় ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট 'পাইরোজেন ফ্রি' বকলিষ্টের অধীনে আমদানীকৃত কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। ফলে 'পাইরোজেন ফ্রি নয়' অন্য এইচ.এস.কোড এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট (ফুড গ্রেড) এইচ.এস.কোড ১৭০২.১০.৯০ এর 'অন্যান্য'তে দেখানো হয়েছে, যেখানে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। সুতরাং কমিশনের সুপারিশের আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে ধরা যায়। তবে কাসাভা/স্টার্চ আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়নি।

৩.২.৪ চশমা শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল সেলুলোজ এসিটেট শীট (এইচ.এস.কোড ৩৯২০.৭৩.০০) এর মোট শুল্ক ৫৬% হতে হ্রাস করে ২৬.৫% নির্ধারণ ঃ

স্কাইলার্ক অপটিক্যালস ম্যানুফ্যাকচারিং **চশমা শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল সেলুলোজ এসিটেট শীট (এইচ.এস.কোড ৩৯২০.৭৩.০০) এর মোট শুল্ক ৫৬% হতে হ্রাস করে ২৬.৫% নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে।**

যৌক্তিকতা ঃ

স্কাইলার্ক অপটিক্যালস ম্যানুফ্যাকচারিং বহুদিন থেকে বাংলাদেশে চশমার মেটাল ফ্রেম উৎপাদন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সেলুলোজ এসিটেট শীট দিয়ে অপটিক্যাল মেটাল ফ্রেম উৎপাদন করতে যাচ্ছে। বর্তমানে সেলুলোজ এসিটেট শীটের আমদানি শুল্ক ২৫% । এটি একটি মধ্যবর্তী পণ্য। এর আমদানিও খুবই নগন্য। তাছাড়া দেখা যায় যে, এ পণ্যটির ব্যাপক ব্যবহার নেই। চশমার ফ্রেম উৎপাদনকারী শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যেতে পারলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু চশমার ফ্রেম মিসডিক্লারেশনের মাধ্যমে আমদানির কারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। তাই সেলুলোজ এসিটেট শীটের আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১২% করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ ঃ

সেলুলোজ এসিটেট শীট (এইচ.এস.কোড ৩৯২০.৭৩.০০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে ১২% এ হ্রাস করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ

সেলুলোজ এসিটেট শীট (এইচ.এস.কোড ৩৯২০.৭৩.০০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১২% করা হয়েছে। সুতরাং সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.২.৫ Heading ৬৩.০৯ ভুক্ত পুরাতন কাপড় ও অন্যান্য পুরাতন সামগ্রীর উপর প্রযোজ্য শুল্ক কর হ্রাস ঃ

নেত্রোকোনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ওয়ারেসাত হোসেন (বীর প্রতিক) মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট কম্বল তৈরির প্রধান কাঁচামাল পুরাতন উলেন সুয়েটার এর আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং এর দ্বারা উৎপাদিত কম্বল বিক্রয়ের উপর মূল্য সংযোজন কর ১৫% থেকে ৫% এ হ্রাস করার জন্য আবেদন করেন।

যৌক্তিকতা ঃ

ওয়ার্ম-মী উলেন মিলস লিঃ দেশের কম্বল তৈরির প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে দেশে ২টি কম্বল প্রস্তুতকারক মিল চালু অবস্থায় আছে। কম্বলের প্রধান কাঁচামাল আমদানীকৃত পুরাতন সোয়েটার। পুরাতন সোয়েটারের সাথে ভেড়ার লোম, এক্রেলিক, পলিয়েষ্টার একত্রে মিশিয়ে সূতা তৈরি করে কম্বল উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে, পুরাতন সোয়েটারের আমদানি শুল্ক ২৫% । এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্যগত কারণে পুরাতন কাপড়ের শুল্ক সর্বোচ্চ রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক প্রদান করে প্রধান কাঁচামাল দিয়ে তৈরীকৃত কম্বলের উৎপাদন খরচ বেশী হয়। এ কারণে দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিডিআর, বাংলাদেশ আনসার, পুলিশ, নৌ বাহিনী ও হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডারে কম্বল সরবরাহ সম্ভব হয় না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ এই সমস্ত টেন্ডারের কম্বল সরবরাহ করার সুযোগ পায়। তাই উৎপাদন খরচ কম রাখতে না পারলে উল্লিখিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্বল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না মর্মে শুধুমাত্র কম্বল প্রস্তুতকারক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পুরাতন সোয়েটারের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ২৫% এর স্থলে ০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, পুরাতন সোয়েটারের জন্য আলাদা কোন এইচ.এস.কোড নেই, বিধায় সমস্ত আমদানীকৃত পুরাতন কাপড়ের শুল্ক যাতে হ্রাস না করা হয় সেজন্য আলাদা এইচ.এস. কোড নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপারিশ ঃ

(১) কম্বল উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল পুরাতন সোয়েটার এর আলাদা এইচ.এস.কোড নির্ধারণ করতে হবে ;

(২) শুধুমাত্র কম্বল প্রস্তুত কারখানায় ব্যবহৃত পুরাতন সোয়েটারের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ০% করণ;

(৩) আলাদা এইচ.এস.কোড নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সরকারের নির্বাহী আদেশ দ্বারা কম্বল তৈরি করার লক্ষ্যে হ্রাসকৃত শুল্ক সুবিধা ভোগ করার সুযোগ প্রদান ।

বাস্তবায়ন ঃ

(১) পুরাতন সোয়েটার এর আলাদা এইচ.এস.কোড (৬৩০৯.০০.১০) নির্ধারণ ও বর্ণনায় পরিবর্তন করে এতে 'মূল্য সংযোজন নিবন্ধিত কম্বল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমদানীকৃত' উল্লেখ করা হয়েছে ।

(২) পুরাতন সোয়েটারের আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে (শুধুমাত্র পুরাতন সোয়েটার থেকে কম্বল তৈরি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য) । সুতরাং, সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে ।

৩.২.৬ জিপি শীট/জিপি কয়েল/সিআই শীট/সিআর কয়েল) প্লেইন শীট প্রভৃতি শীট/কয়েলকে তফশীলের বর্ণনায় প্রাইম কোয়ালিটি এবং সেকেন্ডারী কোয়ালিটি হিসেবে আলাদা এইচ.এস.কোড নির্ধারণ করে সেকেন্ডারী কোয়ালিটি শীট/কয়েলের উপর সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপঃ

বাংলাদেশ 'সিআর কয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন' জিপি শীট/জিপি কয়েল/সিআই শীট/ সিআর কয়েল প্লেইন শীট প্রভৃতি শীট/কয়েলকে তফশীলের বর্ণনায় প্রাইম কোয়ালিটি এবং সেকেন্ডারী কোয়ালিটি হিসেবে আলাদা এইচ.এস.কোড নির্ধারণ করে সেকেন্ডারী কোয়ালিটি শীট/কয়েলের উপর সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করার জন্য আবেদন করেছে ।

যৌক্তিকতা ঃ

আমদানিকৃত H.R কয়েল থেকে দেশে C.R কয়েল উৎপাদন করা হয় । দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের চলমান ৭টি সিআর কয়েল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানী করার মত উৎপাদন ক্ষমতা আছে । বর্তমানে একশ্রেণীর আমদানিকারক কর্তৃক 'সেকেন্ডারী কোয়ালিটি' ঘোষণা দিয়ে 'প্রাইম কোয়ালিটি' সিআর কয়েল দেশে আমদানি করা হচ্ছে বলে দেশে উৎপাদিত সিআর কয়েল এর বিক্রয় হ্রাস পাচ্ছে এবং এতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে । তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত করে বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় কমিশন থেকে জিপি শীট, সিআই শীট ও সিআর কয়েলের আলাদা এইচ.এস.কোড সংযোজনের বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এইচ.এস.কোড আলাদা সহ সম্পূরক শুল্ক ১০০% আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

সুপারিশ ঃ

সেকেন্ডারী কোয়ালিটি সম্পন্ন কয়েল/শীট এর এইচ.এস.কোড পৃথক করে এর উপর ২৫% শুল্ক, ১০০% সম্পূরক শুল্ক সহ মোট ১৯৬. ৯৬% শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে ।

বাস্তবায়ন ঃ

সেকেন্ডারী কোয়ালিটি সম্পন্ন সি.আর কয়েল/শীট-এর এইচ.এস.কোড পৃথক করে ৭২০৯.১৮.১০ এইচ.এস.কোড-এ 'সেকেন্ডারী কোয়ালিটি' এবং ৭২০৯. ১৮. ৯০ এইচ.এস.কোড-এ 'অন্যান্য' করা

হয়েছে। সেকেন্ডারী কোয়ালিটি সিআর কয়েলের উপর আমদানি শুল্ক ২৫% এবং ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে 'অন্যান্য' বলতে 'প্রাইম কোয়ালিটি' বুঝাচ্ছে। এতে ৫% রেগুলেটরী ডিউটি সহ ১২% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.২.৭ বায়ু ও তাপনিরোধী কাজে ব্যবহৃত PE Foam উৎপাদনের মূল উপকরণ LDPE (এইচ.এস.কোড ৩৯০১.১০.১০) এর আমদানিতে ট্যারিফ হ্রাস করা এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর Glass Wool (এইচ.এস.কোড ৭০১৯.৯০.১০) এর আমদানির উপর ট্যারিফ বৃদ্ধি ঃ

"জুংগবু মালটিমোড কেমিক্যাল লিঃ (বাংলাদেশ কোরিয়া যৌথ উদ্দ্যোগে পরিচালিত)" ও "সিনট্যাক্স পলিমার লিঃ" বায়ু ও তাপনিরোধী কাজে ব্যবহৃত PE Foam উৎপাদনের মূল উপকরণ LDPE-এর আমদানিতে ট্যারিফ হ্রাস করা এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর Glass Wool এর আমদানির উপর ট্যারিফ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।

যৌক্তিকতাঃ

Glass Wool এর ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি ত্বকের সংস্পর্শে আসলেই ত্বকে জ্বালা-পোড়া শুরু হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শে ক্যান্সার-এর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০২ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার' কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, মানব দেহে এর ব্যবহারে ক্যান্সার সৃষ্টির "সম্ভাবনার প্রমাণ অপর্যাপ্ত (Inadequate Evidence)" এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির "সম্ভাবনার প্রমাণ সীমিত (Limited Evidence)"। আরও দুটি গবেষণার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে (US Cohort Study-এর ৬%), শ্রমিকগণ যারা Glass Wool এর উৎপাদনের সাথে জড়িত রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে, শ্বাসতন্ত্রের ক্যান্সার জনিত সমস্যা দেখা দেয়, এবং সে কারণে তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনার হার অধিক। উক্ত গবেষণা দু'টি তে ধুমপানের অভ্যাস কে পৃথক ভাবে দেখানো হয়নি অর্থাৎ, ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী, দুই শ্রেণীর কর্মচারী ই উক্ত গবেষণার ফলাফলের অন্তর্ভূক্ত। তবে, Glass Wool এর উৎপাদনের সাথে দীর্ঘকাল সম্পৃক্ত থাকার কারণ-ই মানুষকে মৃত্যুমুখে ধাবিত করে, এজাতীয় কোন সরাসরি সম্পৃক্ততা উক্ত গবেষণা থেকে পাওয়া যায়না। "হেলথ কানাডা" কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, Glass Wool এর সাথে স্বল্পকালীন সংস্পর্শে ত্বক, নাক, চোখ ও গলায় স্বল্প মাত্রার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। উক্ত গবেষণাসমূহ থেকে প্রতীয়মান যে, Glass Wool এর ব্যবহারে মানব দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনাও একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না।

অপরদিকে, PE Foam পরিবেশবান্ধব এবং তা মোটেই মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। Glass Wool একটি সম্পূর্ণায়িত পণ্য, যা সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, অপরদিকে PE Foam দেশে

উৎপাদিত একটি পণ্য, যার উপকরণসমূহ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। বর্তমানে বাজারে বায়ু ও তাপনিরোধী কাজে ব্যবহারের জন্য যে সকল পণ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার ৮০% ই হচ্ছে Glass Wool যা আমদানি করার ফলে একদিকে দেশ যেমন বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে, তেমনিভাবে দেশে PE Foam উৎপাদনের সম্ভাবনা ও এর বাজার নষ্ট হচ্ছে, অথচ PE Foam একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প এবং এর উৎপাদনে মোট খরচ পড়ে কেজি প্রতি ১৬২.৬৪ টাকা। মূল্য সংযোজন কর এবং মুনাফা সহ দেশে উৎপাদিত PE Foam-এর মূল্য হয় প্রতি কেজি ২১৩.৯০ টাকা। অপরদিকে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডেটাবেজ হতে প্রাপ্ত আমদানির পরিমান এবং আমদানি মূল্য অনুযায়ী আমদানিকৃত গ্লাস উলের প্রতি কেজির মূল্য দাঁড়ায় ১১৭.১৭ টাকা । গত বছরের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে আরোপিত শুল্ক পরিশোধের পর আমদানিকৃত Glass Wool-এর মূল্য দাঁড়াবে মুনাফা সহ ১৬৯.৫৬ টাকা। এমতাবস্থায়, PE Foam উৎপাদনের মূল উপকরণ LDPE-এর আমদানিতে ট্যারিফ হ্রাস করা ও Glass Wool আমদানিতে ট্যারিফ বৃদ্ধি করা হলে তাতে একদিকে যেমন দেশীয় PE Foam উৎপাদনকারীগণ লাভবান হবেন, অপরদিকে এদেশের জনগণও Glass Wool এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাবেন বলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন মনে করে।

সুপারিশঃ

২০১০-১১ অর্থ বছরে Glass Wool এর উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক ১২% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫%-এ উন্নীত করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.২.৮ কাঁচা রাবার (এইচ.এস.কোড ৪০০১.২১.০০) আমদানি স্তরে ও দেশে উৎপাদিত কাঁচা রাবার বিক্রয় স্তরে উভয় ক্ষেত্রেই ১৫% ভ্যাট আরোপ ঃ

গাজীপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ২০১০-১১ অর্থবছরে কাঁচা রাবার (এইচ.এস.কোড: ৪০০১.২১.০০) আমদানি স্তরে এবং দেশে উৎপাদিত কাঁচা রাবার বিক্রয়ের উপর ১৫% ভ্যাট আরোপের জন্য আবেদন করেন।

যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা রাবার কৃষিজাত পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় এটি'র উৎপাদন ও বিক্রয় স্তরে কোন ভ্যাট নেই। যদি দেশে উৎপাদিত রবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপ করা হয়, তাহলে দাম বেড়ে যাবে এবং এর ক্রেতা কমে যাবে। বর্তমানে প্রতি কেজি রাবার ২৫১/- টাকায় বিক্রয় হচ্ছে। ভ্যাট

আরোপ করা হলে এর মূল্য আরও হ্রাস পাবে। কেননা, টেন্ডারে মূল্য প্রদানের সময় ভ্যাট যুক্ত হবে চিন্তা করে রাবার মূল্য ২৫১/- টাকার নিম্নে নেমে আসবে। দেশে উৎপাদিত রাবারের মান বিদেশ থেকে আমদানীকৃত রাবারের মানের তুলনায় নিম্ন মানের; যদিও এর গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ে আনার চেষ্টা চলছে এবং তা প্রায় আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেও গেছে। গুণগত মান তুলনামূলকভাবে কম হবার পরও এর মূল্য কম হবার কারণে বর্তমানে এটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। কিন্ত মূল্য বৃদ্ধি পেলে এটি আর বাজারে বিক্রি হবে না। এছাড়া, দেশীয় কাঁচা রাবার সংরক্ষন করে রাখাও সম্ভব নয়। ফলে, রাবার চাষীরা একদিকে যেমন রাবার উৎপাদনে উৎসাহ হারাবে ঠিক তেমনিভাবে রাবারের পাচার ও চোরাচালান বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, কাঁচা রাবার আমদানি স্তরে ও দেশে উৎপাদিত কাঁচা রাবার বিক্রয় স্তরে উভয় ক্ষেত্রেই ১৫% মূসক আরোপ যুক্তিপূর্ণ নয় বলেই বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন মনে করে।

সুপারিশঃ

প্রান্তিক চাষীদের কথা বিবেচনায় রেখে কাঁচা রাবার আমদানি স্তরে ও দেশে উৎপাদিত কাঁচা রাবার বিক্রয় স্তরে উভয় ক্ষেত্রেই ১৫% মূসক আরোপ যুক্তিযুক্ত হবে না।

বাস্তবায়নঃ

সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.৩ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ (Trade Remedy Division) ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ কমিশনে অসঙ্গত বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নিযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া, এ বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির শর্তের আলোকে সেইফগার্ড মেজারস্ (Safeguard Measures), স্যানিটারী এবং ফাইটোস্যানিটারী মেজারস (Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS) এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (Technical Barriers to Trade -TBT) বিষয়েও মতামত প্রদান করে থাকে।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ

৩.৩.১ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক অর্থাৎ ডাম্পিং বিরোধী শুল্কারোপ সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন ঃ-

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আয়োজিত সেমিনারে ডাম্পিং বিরোধী শুল্কারোপ সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় ।

৩.৩.২ সিরামিক সাব-সেক্টরের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদনঃ সিরামিক সাব-সেক্টরের উপর প্রণীত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়ঃ-

(ক) সিরামিক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য ১২ প্রকার আমদানিতব্য কাঁচামাল যেমন, Quartz, China clay, Ball clay, Ball Stone, Plaster of Paris, Falesper, Sodium Silicate, Zirconium Silicate, Zinc Oxide, pigment and dry colours, Liquid Gold এবং Transfer Decal ইত্যাদি পিএসআই থেকে অব্যাহতি প্রদান ।

বাস্তবায়নঃ- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে উল্লিখিত ১২টি পণ্যের মধ্যে ১১টি পণ্যকে পিএসআই থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে । শুধু ১টি পণ্য জিংক অক্সাইড পিএসআই থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি ।

(খ) সিরামিক শিল্পে ব্যবহার্য আমদানিকৃত মেশিনারীজ Kiln furniture (H.S. Code 6903.90.20) এবং Ceramic Roller (H.S. Code 6904.20.20) কে ক্যাপিটাল মেশিনারী হিসেবে বিবেচনায় এনে এর উপর আরোপিত শুল্ক ২৫% এবং ১২% থেকে হ্রাস করে ৩% নির্ধারণ ।

বাস্তবায়নঃ- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

(গ) সম্পূর্ণায়িত আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস Sanitary and tableware (H.S Heading 69.07,69.10,69.11 এবং 69.12) এর উপর বিরাজিত সম্পূরক শুল্ক ৪৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০০% নির্ধারণ ।

বাস্তবায়নঃ- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা হয়নি ।

৩.৩.৩ দেশীয় মটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ ঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে দেশীয় মটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রেরণ করা হয় ঃ-

(ক) হেডিং নং ৮৭.১১ এর আওতায় বর্ণিত ৪ স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সকল মটর সাইকেল CKD এবং CBU অবস্থায় আমদানিতে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% নির্ধারণ ।

বাস্তবায়নঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে আমদানিকৃত মটর সাইকেলের সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% নির্ধারণ করা হয়েছে ।

(খ) মটর সাইকেলের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে উহাদের উপর আরোপযোগ্য সমুদয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি সংশোধনীসহ এর মেয়াদ আরও দুই বৎসর বৃদ্ধি ।

বাস্তবায়নঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি ৪ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

৩.৩.৪ দেশীয় Incandescent Lamps (BCT8539.22 and 8539.29.92) and Fluorescent Tube Lights (BCT 8539.31.90) উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত ।

সুপারিশঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে উল্লিখিত শিল্প সংরক্ষণে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়ঃ-

(ক) স্থানীয় শিল্প প্রতিরক্ষণের জন্য Finished টিউব লাইট (BCT 8539.31.90) আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক বর্তমানে আরোপিত ৬০% থেকে বৃদ্ধি করে ১০০% নির্ধারণ করা যেতে পারে; এবং

(খ) টিউব লাইট তৈরিতে প্রায় ২০ রকমের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় । কমিশনের জানামতে টিউব লাইট শেল (H.S. Code ৭০১১.১০) দেশে তৈরি হয় না এবং টিউবলাইট শিল্প ছাড়া অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই তাই এর উপর বর্তমানে আরোপিত শুল্ক হার ১২% থেকে হ্রাস করে ৫% এ নির্ধারণ করা যেতে পারে ।

বাস্তবায়নঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি ।

৩.৩.৫ দেশীয় Galvanised and API Tubes and Pipes **উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন ।**

সুপারিশঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে উল্লিখিত শিল্প সংরক্ষণে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়ঃ-

(ক) এইচ.আর কয়েলস্ (পাইপ এর প্রধান কাঁচামাল) এবং আমদানীকৃত সম্পূর্ণায়িত পাইপের ইনভয়েস মূল্য সমান হওয়ার কথা নয় অথচ সমান মূল্য দেখানো হচ্ছে । এ বিষয়ে মূল্য পৃথকীকরণে পিএসআই কোম্পানি যাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ; এবং

(খ) Seamless GI পাইপের উপর সম্পূরক শুল্ক না থাকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অপঘোষণার মাধ্যমে Seamless GI পাইপের নামে Welded GI পাইপ আমদানি বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।

বাস্তবায়নঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি ।

৩.৩.৬ দেশীয় POLYESTER TEXTURISED YARN (PTY) (BCT 54.02) উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন ।

সুপারিশঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে উল্লিখিত শিল্প সংরক্ষণে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয় ঃ-

ক) ২০০৭-০৮ জাতীয় বাজেটে ঘোষণা মোতাবেক বন্ড সুবিধায় আমদানীকৃত সূতার গায়ে "বন্ড সুবিধায় আমদানীকৃত পণ্য, বিক্রির জন্য নহে" কথাটির সাথে আমদানিকারকের (প্রতিষ্ঠান) নাম, ঠিকানা কার্টন এর গায়ে লেখা থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা । একই সাথে এধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্তের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৪(চার) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে । তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনপূবর্ক প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং মাঝে মাঝে বাজার অকস্মাৎ পরিদর্শন করবেন ও প্রতিবেদন দাখিল করবেন ; এবং

খ) পলিয়েষ্টার ফিলামেন্ট সূতার বাজারে অসম প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সূতা তৈরিতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান স্পিন ফিনিশ অয়েল (এইচ.এস.কোড ৩৪০৩.৯১) এবং কোনিং অয়েল (এইচ.এস.কোড ৩৪০৩.১১) এর উপর বর্তমানে আরোপিত ১২% শুল্কহারের পরিবর্তে ৫% শুল্ক আরোপ যেতে পারে ।

বাস্তবায়নঃ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি ।

৩.৩.৭ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশী পার্টিকেল বোর্ডের উপর সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

ভারতীয় সেইফগার্ড কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পার্টিকেল বোর্ডের উপর সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু করায় বাংলাদেশ থেকে এর উপর মতামত প্রেরণ করা হয় ।

ফলাফলঃ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পার্টিকেল বোর্ডের উপর সেইফগার্ড শুল্কারোপ করেনি ।

৩.৩.৮ কাইন্টারভেইলিং মেজার্স সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং ব্রশিওর ঃ-

অসাধু পন্থায় পণ্য আমদানি থেকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে শিল্পোদ্যোক্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কাউন্টারভেইলিং মেজার্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ব্রশিওর বিজি প্রেস থেকে ছাপানোর পর বিতরণ করা হচ্ছে ।

৩.৩.৯ সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ব্রশিওর এবং প্রশ্নমালা ঃ

অত্যধিক পরিমাণে পণ্য আমদানির ফলে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে করণীয় সম্পর্কে এবং শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত ব্রশিওর, নির্দেশিকা এবং প্রশ্নমালা তৈরির কাজ চলছে।

৩.৪ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ (International Cooperation Division)ঃ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বহুমুখীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং সর্বোপরি, দারিদ্র বিমোচনসহ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উইং নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে।

ক. আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

৩.৪.১ Draft SAARC Railway Agreement-এর উপর মতামত প্রণয়নঃ

সার্ক সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত Negotiated Draft SAARC Regional Agreement on Railways বিশদভাবে পর্যালোচনা করে টেক্সটটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জন করার সুপারিশ করা হয়। উলিখিত চুক্তির পরিধি, মৌলিক উদ্দেশ্য, উন্নয়ন পরিকল্পনায় কতিপয় রুটস, ট্রাফিক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, যাত্রী এবং পণ্য চলাচল সম্পর্কিত অপারেশনাল প্রসিডিউর্স ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়।

South Asian Free Trade Area Agreement (SAFTA)

৩.৪.২ সাফটাভুক্ত দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি স্বার্থ সংশিষ্ট পণ্যসমূহ বাদ দেয়ার জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা প্রণয়নঃ

সাফটাভুক্ত দেশসমূহের সেনসিটিভ লিষ্ট থেকে বাংলাদশের রপ্তানি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহ বাদ দেয়ার জন্য প্রতিটি সদস্য দেশের নিকট পৃথক পৃথক অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এ অনুরোধ তালিকা প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা/চেম্বার/সমিতি'র প্রতিনিধিদের নিকট হতে পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রাপ্ত লিখিত ও মৌখিক পরামর্শ/মতামত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে তাদের উৎপাদিত যেসব পণ্যের সাফটাভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে সেসব পণ্য চিহ্নিত করে অনুরোধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

৩.৪.৩ Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় Draft text on the Agreement on Trade in Service-এর উপর মতামত প্রণয়নঃ

Framework Agreement on the Promotion and Liberalizasion of Trade in Service in APTA Participating States-এর খসড়া টেক্সটটির প্রতিটি আর্টিক্যাল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে খসড়া টেক্সটটি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। মতামত পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেবা খাতের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

৩.৪.৪ আপটা চুক্তির আওতায় Framework Agreement on Non-Tariff Measures এর উপর মতামত প্রণয়নঃ

আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় চীন কর্তৃক দাখিলকৃত Framework Agreement on Non-Tariff Measures-এর খসড়া টেক্সটটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করা হয়। এ মতামত প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেবা খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

৩.৪.৫ আপটাভুক্ত দেশসমূহের জন্য বাংলাদেশের অফার লিস্ট প্রস্তুতঃ

আপটার আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে **চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, শ্রীলংকা** ও **লাওসের** জন্য **বাংলাদেশের** অফার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/চেম্বারের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, এ অফার তালিকাসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব ক্ষতি যথাসম্ভব সীমিত রাখা, শুল্ক সুবিধা দেয়ার ফলে **আপটাভুক্ত** দেশসমূহ থেকে বাংলাদেশে ট্রেড ক্রিয়েশন ও ট্রেড ডাইভারশনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

৩.৪.৬ চীন কর্তৃক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং সংশোধিত Rules of Origin-এর উপর মতামত তৈরি ঃ

চীনের দূতাবাস হতে এক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয় যে, চীন বাংলাদেশকে ৪,৭২১টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। তবে এ শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে ঃ

a) Rules of Origin **নির্ধারিত শর্ত;**
b) **চীন নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী পত্র লিখে তাদের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ** ।

উপর্যুক্ত শর্ত দু'টির আওতায় চীনের বাজারে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তিসমূহ এবং সংশোধিত rules of origin বাংলাদেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে কিনা তা পরীক্ষা করে মতামত তৈরি করা হয়। উল্লিখিত বিষয়ে কমিশন থেকে ইতিবাচক সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, চীন বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার স্কীমের আওতায় এসব পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। তাই শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্ত পণ্যসমূহকে আপটা ট্যারিফ

সিডিউলেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চীনের নিকট অনুরোধ করা যায় বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেয়া হয় ।

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation Free Trade Area (BIMSTEC FTA):

৩.৪.৭ BIMSTEC FTA'র আওতায় বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়নঃ

বিমসটেক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/চেম্বারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিমসটেকভুক্ত দেশসমূহের জন্য বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়ন করা হয় । এ ট্যারিফ সিডিউলে নিমোক্ত বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে ঃ

(১) Normal Track Elimination (NTE) List;
(২) Normal Track Reduction (NTR) List;
(৩) Fast Track List এবং
(৪) Negative List ।

এ ট্যারিফ সিডিউল ৬ ডিজিট অনুযায়ী মোট ৫,০৫২টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এ সিডিউল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব ক্ষতি যথাসম্ভব সীমিত রাখা, ট্রেড ক্রিয়েশন ও ট্রেড ডাইভারশন ইত্যাদির প্রভাব কিরূপ হতে পারে সে সব বিবেচনায় রাখা হয় । এ সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত মোট ৫,০৫২টি (৬ ডিজিট অনুযায়ী) এইচ.এস.কোডের মধ্যে ২,৫২৬টি Normal Track Elimination (NTE) List, ১,০৬১টি Normal Track Reduction (NTR) List, ৫০৫টি Fast Track list, এবং ৯৬০টি এইচ.এস.কোড Negative List-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC)

৩.৪.৮ Specific annual installements under the Purview of the Protocol on the Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS) ঃ

Protocol on the Preferenial Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS)-এর Article-3 অনুযায়ী TPS-OIC'ভুক্ত দেশসমূহকে শুল্ক সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে ৪৭৬টি **পণ্যের** একটি পজিটিভ লিষ্ট তৈরি করা হয় । এ লিস্ট প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/চেম্বারের প্রতিনিধিদের নিকট হতে পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব ক্ষতি যথাসম্ভব

সীমিত রাখা, TPS-OICভুক্ত দেশসমূহ থেকে বাংলাদেশে ট্রেড ক্রিয়েশন ও ট্রেড ডাইভারশনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় ।

Preferential Trade Agreement among Developing Eight (D-8)

৩.৪.৯ D-8 ভুক্ত দেশসমূহকে শুল্ক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পজিটিভ লিস্ট তৈরি ঃ

D-8 চুক্তির Article 5 অনুযায়ী D-8'ভুক্ত দেশসমূহকে শুল্ক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে **৫১৪টি পণ্যের** একটি **পজিটিভ লিস্ট তৈরি** করা হয় । এ লিস্ট প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থা/চেম্বারের প্রতিনিধিদের নিকট হতে পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব ক্ষতি যথাসম্ভব সীমিত রাখা, D-8ভুক্ত দেশসমূহ থেকে বাংলাদেশে ট্রেড ক্রিয়েশন ও ট্রেড ডাইভারশনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় ।

খ. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩.৪.১০ বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠন করা যৌক্তিক হবে কী না সে বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় । এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক অবস্থা, বাণিজ্যিক নীতিমালা, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা সম্পর্কিত অনুসৃত মেজার্স ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয় । সুপারিশে পাকিস্তানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠনের বিষয়ে ইতিবাচক সুপারিশ করা হয় । মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠন সময় সাপেক্ষ এবং জটিল প্রক্রিয়া বিধায় দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধিকল্পে আপাতত Early Harvest Programme প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় এবং এর আওতায় পাকিস্তানের নিকট শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ৬ ডিজিট অনুযায়ী ৯২টি পণ্যের একটি অনুরোধ তালিকা তৈরি করে সরকারের নিকট দাখিল করা হয় ।

৩.৪.১১ নেপালের জন্য বাংলাদেশের অফার লিস্ট প্রণয়ন ঃ

নেপালের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুরোধ তালিকার ভিত্তিতে নেপালের জন্য বাংলাদেশের একটি অফার তালিকা প্রণয়ন করা হয় । এ অফার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/চেম্বারের প্রতিনিধিদের নিকট হতে পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব ক্ষতি যথাসম্ভব সীমিত রাখা ও শুল্ক সুবিধা দেয়ার ফলে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ট্রেড ক্রিয়েশন ও ট্রেড ডাইভারশনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় ।

৩.৪.১২ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) চুক্তিকরণে বাংলাদেশের সুবিধা-অসুবিধা পরীক্ষাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে **CEPA** গঠন করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে কিনা সে বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বাংলাদেশ ও জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক অবস্থা, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা সম্পর্কিত অনুসৃত মেজার্স, দু'দেশের মধ্যে পণ্য বাণিজ্য, সেবাখাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়। এ সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে **CEPA** গঠন করা হলে বাংলাদেশ থেকে জাপানে কিছু পণ্যের রপ্তানি, জাপান থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ, কারীগরি পারদর্শিতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা (**Cooperation in technical expertise and technology)** এবং **মানব সম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে**।

৩.৪.১৩মালয়েশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা যাচাই সম্পর্কিত জরীপ প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জরিপ কার্য সম্পাদনপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। জরিপকালে **মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক অবস্থা, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি** ইত্যাদি বিষয় জরিপ করে কমিশনের পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, মালয়েশিয়া বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি গন্তব্য না হলেও এখানকার স্থানীয় বাজারে বাংলাদেশের বেশ কিছু পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে এবং এসব পণ্যে বাংলাদেশেরও যথেষ্ট রপ্তানি সামর্থ্য রয়েছে।

৩.৪.১৪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট চালুর বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং ADB কর্তৃক প্রণীত ''Estimate of Gains from Developing Functional Corridors for Transit Traffic through Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রণয়ন ঃ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট চালুর বিষয়ে অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান নিরুপণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। এ প্রকল্পে যে সব বিষয়ের উপর **সমীক্ষা চালানো** প্রয়োজন সে সব বিষয় চিহ্নিত করে Economic Analysis of the Introduction of Transit between Bangladesh and India'' শীর্ষক একটি ব্রীফও তৈরি করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুরোধক্রমে Asian Development Bank (ADB) এ বিষয়ে সমীক্ষা গ্রহণ ও অর্থায়নে রাজি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা Estimate of Gains from Developing Functional Corridors for Transit Traffic through Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ প্রতিবেদনের উপর গত ১৯-২০ মে ২০১০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি

ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে উল্লিখিত প্রতিবেদনের উপর মতামত/পরামর্শ সংগ্রহসহ নিজস্ব মতামত/পরামর্শ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক কমিশন স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে পরামর্শ/মতামত সংগ্রহ করে। এ সব মতামত/পরামর্শ কমিশনের নিজস্ব মতামত/পরামর্শের সাথে সমন্বয় সাধন করে একটি সমন্বিত মতামত/পরামর্শ পত্র তৈরি করা হয়। এ মতামত/পরামর্শ পত্রে কতকগুলো সাধারণ পর্যবেক্ষণ, ব্যয় সংক্রান্ত ধারণা, বাংলাদেশের লাভ-লোকসান সংক্রান্ত বিষয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ইস্যু চিহ্নিত করা হয়।

৩.৪.১৫ **Sigining of Free Trade Area (FTA) Agreement with Malaysia** সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রণয়ন ঃ

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠন করা সমীচীন হবে কিনা সে বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক অবস্থা, বাণিজ্যিক নীতিমালা, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা সম্পর্কিত অনুসৃত মেজার্স, পণ্য বাণিজ্য, সেবাখাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়। এ প্রতিবেদনে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের কিছু পণ্য রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা, বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে মানব সম্পদ চলাচল (Movement of natural persons), বিদ্যুৎ উৎপাদন (Power generation), পর্যটন, সামুদ্রিক বন্দর, বর্জ্য নিঃসরণ (Waste disposal), সড়ক ও জনপথ নির্মাণ (Construction of roads and high ways), শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীদের নিকট থেকে বিনিয়োগ আহরণের সম্ভাবনা বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

৩.৪.১৬ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে **Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)-এর উপর স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে সেমিনারের আয়োজন ঃ**

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে CEPA গঠন করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে কিনা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় মত বিনিময় ও মেধা বিতর্ক (Exchange of views and brain storming) করার উদ্দেশ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, এমসিসিআই, সিপিডি, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন, বাপা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। এ সেমিনারে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হয় ঃ

(ক) বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে **CEPA** গঠনের পূর্বে বিষয়টির উপর যথাযথ সমীক্ষা চালানো প্রয়োজন; ও

(খ) জাপান ও অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সব **CEPA** স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো পরীক্ষাপূর্বক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি বাংলাদেশের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হবে কিনা তা যাচাই করা যেতে পারে ।

৩.৪.১৭ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাংলাদেশ ও **সৌদি আরবের** মধ্যে **দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা** চুক্তি সম্পাদন করা হলে বাংলাদেশের জন্য যেসব সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে এবং বাংলাদেশ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সেসব চিহ্নিত করে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় । এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বাংলাদেশ ও **সৌদি আরবের** অর্থনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক অবস্থা, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক নীতিমালা, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা সম্পর্কিত অনুসৃত মেজার্স ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয় । বিশেষ করে সেবাখাতে **সৌদি আরবে** অনুসৃত নীতিমালার সযত্ন পর্যালোচনা করা হয় । এ প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হয় ঃ

(ক) **বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে Preferential Trading Arrangement** অথবা **Free Trade Area Agreement (FTA)** গঠন করা যেতে পারে; সৌদি আরবকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও শাকসব্জি আমদানির ক্ষেত্রে সনদ দাখিলের বাধ্যবাধকতা শিথিল করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে;

(গ) দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা/জটিলতা (bottlenecks) চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে **যৌথ বাণিজ্য ফোরাম** (Joint Business Forum) গঠন করা যেতে পারে;

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাদি

৩.৪.১৮ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক South Asian Free Trade Area Agreement (SAFTA) বিষয়ে তথ্য সম্বলিত Factual Presentation প্রস্তুতকরণ ঃ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে সাফটা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সম্বলিত Factual Presentation প্রস্তুত করা হয় । এ Factual Presentation-এ নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি সন্নিবেশিত করা হয় ঃ

- Factual Presentation on Goods Aspects, SAFTA;
- Notification Regarding Status of Submissions to the IDB
- Product Specific Preferential Rules of Origin and
- Tariff Reduction Schedule 2006.

৩.৪.১৯ গত ১৪-১৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে তাঞ্জানিয়ার দারেস-সালামে অনুষ্ঠিত মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং-এর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পত্র তৈরি ঃ

গত ১৪-১৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে তাঞ্জানিয়ার দারেস-সালামে অনুষ্ঠিত মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের আলোচনার সুবিধার্থে একটি ব্রীফ তৈরি করা হয়। এ ব্রীফে এ সভা বাংলাদেশের জন্য কী রকম গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান কী হওয়া উচিত, শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা এবং অকৃষি পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার (DFQFMA and Non-Agriculture Market access), কৃষি, সেবাখাতে বাণিজ্য, বাণিজ্য সুবিধাকরণ (Trade Facilitation), বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণ অধিকার (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS)), Wto Rules, বাণিজ্য ও পরিবেশ (Trade and Environment) ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়ে বাংলাদেশের কী রকম ভূমিকা পালন করা সমীচীন হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা (Guidelines) ও ইনপুটস সন্নিবেশিত করা হয়।

৩.৪.২০ গত ৩০ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সপ্তম 'Ministerial Conference'-এর জন্য মতামত প্রণয়ন ও বাংলাদেশের অবস্থান পত্র প্রস্তুত ঃ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (**WTO**) চলমান নেগোশিয়েশনে ফলপ্রসু অংশগ্রহণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ের উপর কাজ করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি কোর গ্রুপ গঠন করা হয়। এ কোর গ্রুপের সদ্যস্যগণ প্রয়োজন মোতাবেক মিলিত হয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত ইস্যুসমূহের উপর তৎক্ষণাৎ প্রাসঙ্গিক মতামত/সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। বিশেষ করে গত ৩০ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সপ্তম মিনিস্টেরিয়্যাল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের করণীয় বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কোর গ্রুপ একাধিকবার মিলিত হয়ে LDC Declaration-এর উপর ইস্যুওয়াইজ মতামত প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের অবস্থান পত্র তৈরি করে।

৩.৪.২১ Integrated Framework (IF) and Enhanced Integrated Framework (EIF)'র উপর কাজের সুবিধার্থে একটি সহায়ক পত্র/ব্রীফ প্রণয়ন ঃ

গত **৩১** জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির ৫'ম সভার সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ **নভেম্বর ২০০৯**-এ Enhanced Integrated Framework (EIF)-এ যোগদান করে। **EIF**-এ যোগদানের পর মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। এ স্টিয়ারিং কমিটির কাজের সুবিধার্থে কমিশনে Integrated Framework (**IF**) and Enhanced Integrated Framework (**EIF**) সম্পর্কে সম্যক ধারণা, EIF'র উদ্দেশ্য, মূল উপাদান (Core elements), বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (Implementation Process), এতৎসম্পৃক্ত সংস্থা (Core Agencies and other affiliated agencies), EIF সংক্রান্ত প্রশাসন কাঠামো (Governance structure), EIF প্রাপ্তিযোগ্য দেশসমূহ

(Countries Eligible for EIF), এ ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বর্তমান অবস্থা, EIF'র বর্তমান অবস্থা, **সপ্তম মিনিস্টেরিয়্যাল কনফারেন্স**-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ইত্যাদির আলোকে একটি সহায়ক পত্র তৈরি করা হয় ।

গ. অন্যান্য কার্যাদি

৩.৪.২২ Draft revised UNCTTRAL Arbitration Rules-এর উপর মতামত ঃ

জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন হতে প্রাপ্ত Draft revised United Nations Commission on International Trade Law (UNCTTRAL) Arbitration Rules বিশদভাবে পর্যালোচনা করে Arbitral process, model arbitration clause, procedural rules regarding appointment and replacement of arbitrator, arbitral proceedings, notice and its response, mechanism on designating and appointing authorities, language of arbitration proceedings, rules in connection with the form, effect, interpretation and correction of the award, respective cost, fees and expenses ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রণয়ন করা হয় ।

৩.৪.২৩ Proposed European Union's Generalized System of Preference (EU GSP) Regulations-এর উপর মতামত প্রণয়ন ঃ

৩১/১২/২০১১ তারিখে বর্তমানে প্রযোজ্য EU GSP Regulations-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নতুন করে EU GSP Regulations প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । মতামত প্রণয়ন করার জন্য এর একটি ড্রাফট কপি জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে কমিশনে প্রেরণ করা হয় । কমিশন থেকে Proposed EU GSP Regulations বিশদভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় মতামত প্রণয়ন করা হয় ।

৩.৪.২৪ বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য Sleeping bag-এর উপর যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানির আবেদনের ভিত্তিতে USTR-এর রিভিউ সম্পর্কিত বাংলাদেশের পজিশন পেপার তৈরি ঃ

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানি Excel Outdoors Inc. of Haleyville, Albama সম্প্রতি USTR-এর নিকট বাংলাদেশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু Sleeping Bags যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির ক্ষেত্রে GSP সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য "Review of a Petition to Withdraw the Eligibility of Certain Sleeping Bags under the GSP Program" শীর্ষক একটি পিটিশন দাখিল করে । এ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে USTR গত ২৬ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে একটি নোটিশ জারি করে এবং বাংলাদেশ সরকারসহ সংশিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০-এর মধ্যে এর জবাব প্রেরণ করতে অনুরোধ করে । বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, GSP সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হলে বাংলাদেশকে এ পণ্যের উপর ৯% শুল্ক প্রদান করতে হবে । ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যটির প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস পাবে । গত ০২-০২-২০১০ তারিখে এ বিষয়ে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এর উপর একটি Submission দাখিল করা হবে। এ সভার সিদ্ধান্তক্রমে USTR এর নিকট দাখিল করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে Sleeping bag- রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে কমিশনে একটি Submission Paper তৈরি করা হয়, যা Executive Director, Generalized System of Preferences (GSP) Program, and Chair, GSP Sub-Committee বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৩.৪.২৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ ঃ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চলমান **নেগোসিয়েশন,** বিভিন্ন **আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি** ও **দ্বি-পাক্ষিক** বাণিজ্য **চুক্তি** সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক প্রতিনিধি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। উল্লিখিত নেগোসিয়েশনসমূহে কমিশনের প্রতিনিধি **মূল আলোচক** (Key Negotiator) হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি/তাঁরা আলোচনার বিষয়ে (Ageanda of Negotiations) নেগোসিয়েশনকে **বাংলাদেশে অনুকূলে রাখার** তাৎক্ষণিক ইনপুটস/যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখেন।

০৪. প্রশাসনিক কার্যাবলী ঃ

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন।

০৫. কমিশনের ব্যয় সরকারী কোষাগার ঃ

৫.১ কমিশনের ব্যয় বরাদ্দ ঃ

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং ১৭০৫-স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কোড নং ২৯৩১-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫৯০০-সাহায্য মঞ্জুরী-র অন্তর্ভুক্ত। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ২,৬৭,৬৬,০০০.০০ (দুই কোটি সাতষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

৫.২ সরকারী কোষাগারে জমা ঃ

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২,৫৯,১৪,৭৯৫.৩০ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা ত্রিশ পয়সা) মাত্র। কর্মকর্তা পর্যায়ের ৩টি এবং কর্মচারী পর্যায়ের ২টি পদ খালি থাকায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ৮,৫১,২০৪.৭০ (আট লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত চার টাকা সত্তর পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণি ৩-এ দেখানো হলো।

সারণি-৩ ঃ বাজেট ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০০৯-২০১০	পুনঃ সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০০৯-২০১০	২০০৯-২০১০ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)
১	২	৩	৪
৫৯০৩-মূল বেতন বাবদ সহায়তা	৯৪,০০,০০০.০০	১,২৪,৫৬,০০০.০০	১,২১,৯৪,২৯২.৩৮
৫৯০৬-ভাতাদি বাবদ সহায়তা (মহার্ঘ ভাতা বাদে)	৬৮,০০,০০০.০০	৭৯,০০,০০০.০০	৭৩,২২,৯৮৫.৪৫
৫৯০৮-মহার্ঘ ভাতা বাবদ সহায়তা	১৮,০০,০০০.০০	০.০০	০.০০
৫৯১৪-পেনশন মঞ্জুরী	১২,৬০,০০০.০০	১২,৬০,০০০.০০	১২,৬০,০০০.০০
৫৯৭৭-অন্যান্য মঞ্জুরী	৩২,০০,০০০.০০	৫১,৫০,০০০.০০	৫১,৩৭,৫১৭.৪৭
সর্বমোট ঃ	**২,২৫,৪০,০০০.০০**	**২,৬৭,৬৬,০০০.০০**	**২,৫৯,১৪,৭৯৫.৩০**

০৬. কমিশনের কম্পিউটার ও গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ঃ

৬.১ কমিশনের কম্পিউটার শাখা ও এর কার্যক্রম ঃ-

৬.১.১ ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ট্রেড সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিশনের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৬.১.২ NBR থেকে Trade সম্পর্কিত ডাটা সংগ্রহ করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে ;

৬.১.৩ কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে ;

৬.১.৪ ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে ;

৬.১.৫ কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট আপ টু ডেট করা হয়েছে ;

৬.১.৬ কম্পিউটারে কর্মকর্তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত ডেটা বেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.২ কমিশনের গ্রন্থাগার ঃ

কমিশনের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে। এতে কমিশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যসমৃদ্ধ বইপুস্তক ছাড়াও বিশ্বমানের

জার্নাল ও গবেষণা পত্র সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থাগারে শিল্প ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংরক্ষিত আছে।

৬.৩ কমিশনের গ্রন্থাগরের সংগ্রহশালা ও কার্যক্রম ঃ

৬.৩.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গ্রন্থাগারে বর্তমান সংগ্রহ সংখ্যা ১৬,৮৬০। প্রধান প্রধান সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন ও পরিসংখ্যান। তা ছাড়া বিআইডিএস কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, টেক্সটাইলের উপর প্রকাশিত রিপোর্ট এবং ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সেক্টরের উপর রিপোর্ট গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে।

৬.৩.২ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়।

৬.৩.৩ এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানী-রপ্তানি অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

৬.৩.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারী এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

৬.৩.৫ WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৬.৩.৬ CPD, MIDAS, FBCCI, DCCI, MCCI, ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৬.৩.৭ দেশ-বিদেশের চলমান শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান সংগ্রহের নিমিত্ত কমিশনের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য দু'টি বাংলা ও দু'টি ইংরেজি দেশীয় দৈনিক প্রত্রিকা রাখা হয়।

৬.৩.৮ বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমনঃ- Development Dialogue, The Economist, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly), Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly) নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

৬.৩.৯ বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিল্প, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, এন্টি ডাম্পিং ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় ।

৬.৩.১০ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্নি ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ডাউন লোড করে কমিশনের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয় ।

০৭. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

৭.১ SAFTA সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ও পজিশন পেপার প্রণয়ন ।

৭.২ APTA সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ও পজিশন পেপার প্রণয়ন ।

৭.৩ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে সুপারিশ প্রদান ।

৭.৪ TPS-OIC সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ও পজিশন পেপার প্রণয়ন ।

৭.৫ D-8 সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ও পজিশন পেপার প্রণয়ন ।

৭.৬ Non-Agricultural Market Access, WTO Rules, S & D provision, TRIMs সহ WTO এর বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ।

৭.৭ WTO ইস্যু সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ ও পজিশন পেপার প্রণয়ন ।

৭.৮ স্থানীয় শিল্পখাতের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ
হোম টেক্সটাইল, পাটজাত পণ্য, পাস্টিক শিল্প, Alternative Medicine (Herbal Ayurvedic), Trade in Services: Features and Prospects of Maritime Transport Service Sector in Bangladesh.

৭.৯ চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

৭.১০ কার্বন রডের কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস ও সম্পূর্ণায়িত কার্বন রডের শুল্ক বৃদ্ধি সংক্রান্ত ;

৭.১১ রঙিন ঢেউটিন উৎপাদনের কাঁচামাল Paints-Varnishes (এইচ.এস.কোড ৩২০৮.১০১০) এর আমদানি শুল্ক ২৫% এর পরিবর্তে ১২% করা এবং ৫% রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার সংক্রান্ত;

৭.১২ ভূটান হতে Duty ,VAT ইত্যাদি মুক্ত Ferro Siliicon আমদানি সংক্রান্ত;

৭.১৩ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কেবল শিল্প লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য টেলিফোন কেবল ও ফাইবার অপটিক কেবল এর কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস;

৭.১৪ H.R Coils এবং C.R Coils (H.S Code No 7208.39.20 এবং 7209.18.90) এর শুল্ক হার এক এবং অভিন্ন করার আবেদন এবং SRO ২৫৮/আইন/২০১০/শুল্ক তারিখ ০১-৭-২০১০ ইং বাতিলকরণ সংক্রান্ত;

৭.১৫ লবণ শিল্পের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

৭.১৬ প্রাকৃতিক ফুল এর উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৭.১৭ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

৭.১৮ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭.১৯ সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কিত নির্দেশিকা, ব্রশিওর ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন;

৭.২০ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে আবেদনপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.২১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স তথা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যেশ্য ও কার্যাবলীর উপর দেশের বিভাগীয় এবং জেলা সদরে অবস্থিত বিভিন্ন বণিক সমিতি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম;

৭.২২ দেশীয় পিভিসি পাইপ উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন;

৭.২৩ দেশীয় বলপয়েন্ট পেন উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন;

৭.২৪ দেশীয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন;

৭.২৫ দেশীয় অটোমোটিভ ব্যাটারী উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন;

৭.২৬ দেশীয় মেলামাইন উৎপাদনকারী শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন;

৭.২৭ দেশীয় ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এর উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন ।

৭.২৮ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর উপর টেলিভিশনে টকশো'র আয়োজন এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ ।

০৮ । বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সমস্যাবলী ও এর সম্ভাব্য সমাধান ঃ

সম্প্রতি দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজ্ড ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ব্যাপ্তি ঘটেছে । দেশীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষাকল্পে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সম্প্রতি সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে ।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর আলোকে কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্যারিফ রেশনালাইজেশন সহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেনা । সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন । নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে । একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন ।

শুল্ক সমতাকরণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে থাকা

দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রাহক, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরো ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সি সমূহ যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ- এজাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। এসকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য-প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান দৃষ্টান্তের আলোকে কম্পিটিশন আইনে (Competition Act) বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ ট্যারিফ কমিশনের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধিমালা, ১৯৯৩ এর অনুচ্ছেদ ৩-এ উলিখিত 'তফসিল' এর বিধান অনুসারে (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে (গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে (ঘ) বদলীর মাধ্যমে এবং (ঙ) চুক্তি ভিত্তিতে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে। তফসিলে দেখা যায় যে, সহকারী প্রধান এর পদ থেকে যুগ্ম প্রধান এর পদ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পর্যায়ে মোট পদের ৫০% সরকার প্রেষণে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এতে পদোন্নতির সুযোগ একেবারেই কম বিধায় কর্মকর্তাবৃন্দ পদোন্নতি না পেয়ে হতাশায় ভোগেন। ফলে, কমিশনে নিয়োজিত মেধাবী কর্মকর্তারা অন্যত্র চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং এতে কমিশনের কাজের বিঘ্ন ঘটে। তাছাড়া কমিশনের গবেষণাধর্মী কাজসমূহ টেকনিক্যাল বিধায় এই ব্যাপারে কমিশনের কার্মকর্তাদের পক্ষে কাজসমূহ সমাধা করা সহজ হয়। সুতরাং, সহকারী প্রধান হতে যুগ্ম প্রধান পদ পর্যন্ত পদোন্নতির জন্য শতকরা ১০০ ভাগ পদ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য (পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়া গেলে প্রেষণে/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা যাবে) এবং সদস্য-র পদসমূহের মধ্য থেকে ন্যূনতম ০১'টি পদ কমিশনের কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষণ করা হলে এসকল সমস্যার সমাধান হবে এবং কমিশনের কাজের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।